৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-০৫

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ / ১৯ নভেম্বর ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ বিভাগের এসিডি-১ সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০২৬ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে জারিকৃত ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন/প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা হলো:

১. অনুচ্ছেদ নং: ২.১.২ সংশোধনপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

"কৃষি কাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তি/দল/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়া, পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িতরাও সংশ্লিষ্ট খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষি এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, খেলাপি ঋণগ্রহীতা কৃষি ও পল্লী ঋণ পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

২. অনুচ্ছেদ নং: ২.১.৮ সংশোধনপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

"কৃষি ঋণ বিতরণে শস্য-ফসল, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ–এই ৪টি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যাংকের বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫% শস্য-ফসল খাতে, ২% সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে, ১৩% মৎস্য খাতে, ২০% প্রাণিসম্পদ খাতে এবং অবশিষ্ট ১০% কৃষি উৎপাদন এবং পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন ও সেবা খাতসহ সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রযুক্তি (তথা: কৃষি বিষয়ক ডিজিটাল সেবা, Precision Farming এবং Climate Smart Agriculture), Agricultural Value Chain (তথা: কৃষি পণ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, অবকাঠামো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, যান্ত্রিকীকরণ) ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিতরণ করতে পারবে। পরিশিষ্ট 'ক' তে উল্লেখকৃত কৃষি খাত/উপখাতে স্বল্পমেয়াদি ও মেয়াদি কৃষি ঋণ বিতরণ করা যাবে।"

৩. বিদ্যমান নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং: ২.১.১৮ পরিমার্জনকরত **"স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ"** নামে নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ পেতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণের তথ্য প্রচার ও কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারেন। কৃষি ঋণ বিতরণে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণের প্রসার এবং যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় উপস্থিতিতে তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রকাশ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ বা আদায় শীর্ষক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।

চলমান পাতা -০২

৪. কৃষি মূল্য শৃঙ্খল (Agricultural Value Chain), Precision Farming এবং জলবায়ু সহনশীল স্মার্ট কৃষি (Climate Smart Agriculture) সম্পর্কিত তিনটি নতুন অনুচ্ছেদ (২.১.২৯, ২.১.৩০ ও ২.১.৩১) নিম্নরূপভাবে সংযোজন করা হলো:

অনুচ্ছেদ নং: ২.১.২৯। কৃষি মূল্য শৃঙ্খল (Agricultural Value Chain)

কৃষি মূল্য শৃঙ্খল বা Agricultural Value Chain হলো কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণ সরবরাহ থেকে শুরু করে উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ এবং চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক সমন্বিত কার্যক্রম, যার প্রতিটি পর্যায়ে পণ্যের মূল্য সংযোজন হতে পারে। এ নীতিমালার আওতায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী, সংরক্ষণকারী, পরিবহনকারী ও বিপণনকারী উদ্যোক্তা, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ কৃষি ও পল্লী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকল যোগ্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কৃষি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং: ২.১.৩০। প্রিসিশন এগ্রিকালচার (Precision Agriculture/Farming)

Precision Agriculture/Farming হলো মাঠ পর্যায়ে ফসল উৎপাদনে স্থান নির্দিষ্ট (Location-specific), তথ্যভিত্তিক (Data-driven) এবং পরিবর্তনশীল মাত্রাভিত্তিক (Variable Rate) কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, পানি ও বালাইনাশক) ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে, সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে বীজ, সার, পানি, বালাইনাশকসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। এ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট ইমেজিং, রিমোট সেন্সিং, জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS), গ্লোবাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (GNSS), ড্রোন, সেন্সর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে ফসলি জমির নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট মাত্রায় কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, পানি ও বালাইনাশক) প্রয়োগ করা হয়। এ খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং: ২.১.৩১। জলবায়ু সহনশীল স্মার্ট কৃষি (Climate Smart Agriculture)

Climate Smart Agriculture হলো এমন একটি সমন্বিত, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় উন্নয়ন এবং কৃষি খাত থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাসের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত চাষ, পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন, ভাসমান কৃষি ও উঁচু বেডে সবজি চাষ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প ব্যবহার, কৃষি ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জৈব সার ব্যবহার, আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা ও কৃষি বনায়নের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে Climate Smart Agriculture ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৫. কৃষি ও পল্লী খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ নং: ২.৭ (তথ্য বিবরণী সরবরাহ) এর প্রথম অংশ পরিমার্জনকরত নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

"বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি ও পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে। Agricultural Value Chain সহ এ নীতিমালায় উল্লেখকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ সংশ্লিষ্ট খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্য এ বিভাগে দাখিল করতে হবে। ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণসমূহের মধ্যে বৃহদাঙ্কের (১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব) ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক তথ্যাদি (সংযুক্ত ছক পরিশিষ্ট 'ত' মোতাবেক/ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত ফরম্যাটে) পরবর্তী অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করবে।"

চলমান পাতা -০৩

৬. বিদ্যমান নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং: ৩.৪.১ পরিমার্জনকরত **"সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণ"** নামে নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২% ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিকায়ন, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যথাসময়ে ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণে গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হারভেস্টার, পাওয়ার টিলার, রিপার ও রিপার বাইন্ডার, পাওয়ার থ্রেসার, সিডার (বীজ বপন যন্ত্র)/বেডপ্লান্টার, উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), বীজতলা তৈরির জন্য ট্রে, অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি খাতে সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-দ) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস ও এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের বিষয় বিবেচনা করতে পারবে। এছাড়া, Agricultural Value Chain এর আওতাভুক্ত যন্ত্রপাতি খাতে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিতকরণ ও প্রসার তথা টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং: ৩.৪.৪ পরিমার্জনকরত **"কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার"** নামে নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

"কৃষি খাতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌর শক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। কৃষি ও পল্লী খাত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যক্তি, দল, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন, সৌর প্যানেল স্থাপন তথা কৃষিতে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া, অনগ্রসর ও বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণও কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।"

৮. কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যমান নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং: ৩.৭.২ পরিমার্জনকরত **"জৈব সার (Organic Fertilizer) উৎপাদনে ঋণ বিতরণ"** নামে নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

"কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব জৈব সার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। গোবর সার, কেঁচো কম্পোস্ট, কো-কম্পোস্টসহ পরিবেশবান্ধব উপায়ে অন্যান্য জৈব সার উৎপাদনে বিতরণকৃত ঋণ কৃষি ও পল্লী হিসেবে বিবেচিত হবে। জৈব সার উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ও পরিশোধসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গৃহপালিত প্রাণীর গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো এই মিশ্রণ খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কেঁচো কম্পোস্ট সার হিসেবে পরিচিত। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংকগুলো পরিশিষ্ট 'গ' এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগ করবে।"

সংযোজনী: কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ঋণ নিয়মাচার ও পরিশোধসূচি

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ই-মেইল: chowdhury.ali@bb.org.bd

পরিশিষ্ট-দঃ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ঋণ নিয়মাচার ও পরিশোধসূচি

১. ঋণ নিয়মাচার ও যোগ্যতাঃ

কৃষি যন্ত্রপাতি (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টার, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, সেচ পাম্প ইত্যাদি) ক্রয়ের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

১.১. আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

- ✓ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং: ২.১.২ এ বর্ণিত ঋণগ্রহীতা, কৃষক কার্ডধারী প্রকৃত কৃষক অথবা কৃষি যন্ত্রপাতির বাণিজ্যিক সেবা প্রদানকারী (Custom Hire Service Provider) হতে হবে।
- ✓ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত না হওয়া।

২. **ঋণের পরিমাণ ও মার্জিনঃ** কৃষি যন্ত্রপাতির মোট মূল্যের ৭০% থেকে ৮০% পর্যন্ত ঋণ হিসেবে অর্থায়ন করা যাবে। অবশিষ্ট ২০% থেকে ৩০% অংশ ডাউনপেমেন্ট বা ইক্যুইটি (Equity) হিসেবে কৃষককে বা ক্রেতাকে নিজে বহন করতে হবে।

৩. নির্বাচিত কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়) (পরিবর্তনশীল)	ঋণের মার্জিন	মন্তব্য
১.	কম্বাইন্ড হারভেস্টার	২০.০০-২৫.০০	যন্ত্র মূল্যের ৭০%-৮০% পর্যন্ত	ঋণ বিতরণের সময়ে যন্ত্রের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
২.	রিপার ও রিপার বাইন্ডার	২.০০-৭.৫০		
৩.	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার	৭.০০-২০.০০		
৪.	পাওয়ার থ্রেসার	২.০০-৫.০০		
৫.	সিডার/বেডপ্লান্টার	২.০০-৫.০০		
৬.	ট্রাক্টর	২৫.০০-৩০.০০		
৭.	পাওয়ার টিলার	২.০০-৩.০০		
৮.	বীজতলা তৈরির জন্য ট্রে	একর প্রতি ১০০টি ০.১২ হাজার টাকা		

৪. জামানতঃ

- ✓ ছোট যন্ত্রপাতির (যেমন: পাওয়ার টিলার, পাম্প ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রয়কৃত যন্ত্রটি প্রাথমিক জামানত (Hypothecation) হিসেবে ব্যাংক বিবেচনা করতে পারে।
- ✓ বড় যন্ত্রপাতির (যেমন: কম্বাইন্ড হারভেস্টার, বড় ট্রাক্টর ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যন্ত্রের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা জমি/স্থাবর সম্পত্তি সহ-জামানত (Collateral Security) হিসেবে রাখা যেতে পারে।

৫. **ঋণের মেয়াদ ও ঋণ পরিশোধসূচি প্রণয়নঃ** যন্ত্রের কার্যকাল বা স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে অর্থায়নকারী ব্যাংক ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারে। ব্যাংক প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। সাধারণত ০১ টি যন্ত্রের জীবনকাল ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। কৃষি যন্ত্রপাতি হতে মৌসুমভিত্তিক (Crop Season-based) আয় হয়ে থাকে বিধায় এর পরিশোধসূচি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বাৎসরিক/মেয়াদান্তে হতে পারে) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক ফসল রোপন/সংগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যৌক্তিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সময় বা সর্বোচ্চ ১২ মাস গ্রেস পিরিয়ড/রেয়াতকাল প্রদান করা যেতে পারে।

চলমান পাতা -০২

৬. **অন্যান্য শর্তাবলী:**

- ✓ কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষি বীমার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ✓ ঋণ আবেদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কৃষি যন্ত্রপাতির ইনভয়েস (Proforma Invoice/Quotation) সংগ্রহপূর্বক আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ✓ কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক কৃষক/গ্রাহকের জমি ও আয়ের উৎস সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে এবং সার্বিক যাচাই বাছাইয়ে যোগ্য বলে বিবেচিত হলে ব্যাংক ঋণ অনুমোদন (Sanction) করতে পারবে।
- ✓ আলোচ্য নীতিমালায় উল্লেখকৃত যন্ত্রপাতি ব্যতীত কৃষি যন্ত্রপাতি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত যে কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কৃষি ঋণ (যৌক্তিকভাবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক) বিতরণ করা যাবে।